"মিষ্টি বাচ্চারা - নিজের সারনেম সর্বদা স্মরণে রেখো, তোমরা হলে গডলী চিল্ড্রেন, তোমাদের হল ঈশ্বরীয় কুল, তোমরা হলে দেবতাদের থেকেও উচ্চ, তোমাদের ম্যানার্স অত্যন্ত রয়্যাল হওয়া উচিত"

*প্রশ্নঃ - বাবা বাচ্চাদের নিজের সমান প্রেমের সাগর বানিয়েছেন, তার নিদর্শন কি ?

*উত্তরঃ - তোমরা বাচ্চারা বাবার সমান প্রেমময় হয়েছো তাই তো তোমাদের স্মরণ-চিহ্ন রূপের চিত্রকে সবাই ভালবাসে। প্রেমময় দৃষ্টিতে দেখতে থাকে। লক্ষ্মী-নারায়ণ হলো সদা হর্ষিতমুখী, রমণীয়। এখন তোমরা জানো যে, বাবা আমাদের জ্ঞান-যোগের দ্বারা অতি মধুর তৈরী করছেন। তোমাদের মুখ দিয়ে যেন সদা জ্ঞান-রত্নই নির্গত হয়।

*গীতঃ- তুমি প্রেমের সাগর...

ওম্ শান্তি । এটা কার মহিমা গাওয়া হয়, যে - তুমি প্রেমের সাগর। এই মহিমা কোনো মানুষের উদ্দেশ্যে করা হয় না। বলাও হয় যে, তুমি প্রেম, শান্তি ও পবিত্রতার সাগর। এখন তোমরা পবিত্র হয়েছো। এমন অনেকে আছে যারা বিবাহ করে না, অনেকে আছে যারা সন্ন্যাস না নিয়েও পবিত্র থাকে। গায়নও রয়েছে যে - গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও জনকের মতো জ্ঞান। এর হিস্ট্রিও আছে। তারা বলে যে আমাদের কেউ ব্রহ্মজ্ঞান শোনাও। বাস্তবে বলা উচিত ব্রহ্মা-জ্ঞান। পরমপিতা পরমাত্মা এসে ব্রহ্মার দ্বারা ব্রহ্মাকুমার-কুমারীদের জ্ঞান প্রদান করেন।

তোমরা জানো যে, এই সময় আমাদের পদবী হলো ব্রহ্মাকুমার-কুমারী, আমরা হলাম গডলী চিল্ড্রেন। এমন তো সবাই বলে যে আমরা হলাম ঈশ্বরীয় সন্তান। তাহলে অবশ্যই ভাই-ভাই হবে, তখন আবার নিজেদের পিতা বলতে পারবে না। ফাদারহুড নয় তখন তাকে ব্রাদারহুড বলা হয়। এক তো তোমরা নিজেদের ব্রহ্মাকুমার-কুমারী বলো, দ্বিতীয়তঃ, তোমরা যাঁদের কুমার-কুমারী, তাঁদেরকে মাম্মা-বাবা বলো। বাচ্চারা জানে, আমরা হলাম শিববাবার পৌত্র-পৌত্রী ব্রহ্মাকুমার-কুমারী। ভারতেই অনেক শাস্ত্র, বেদ, পুরাণ ইত্যাদি তো সবাই পড়ে। কিন্তু সর্ব শাস্ত্রের শিরোমণি হলো শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা। গীতার দ্বারাই সত্যযুগ স্থাপিত হয়। গীতার জ্ঞান দিয়েছেন জ্ঞান সাগর পরমাত্মা। এই সমস্ত জ্ঞান নদীরা জ্ঞান-সাগর থেকেই বের হয়। গঙ্গার জল থেকে থোড়াই জ্ঞান পাওয়া যায় যে পবিত্র হবে। সদ্গতি অর্থাৎ পবিত্র হওয়া। এ তো হলোই তমোপ্রধান পতিত দুনিয়া। যদি পবিত্র হয়ে যায় তখন কোথায় থাকবে! ফিরে তো যেতে পারবে না। নিয়ম নেই। সবাই-কে পুনর্জন্ম নিয়ে তমোপ্রধান হতেই হবে। বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর। তোমরা প্র্যাক্টিক্যাল-রূপে একথা শুনছো। এই জ্ঞান কেউ কপি (নকল) করতে পারবে না। যদিও এমনও অনেকে আছে যারা বলে যে আমরাও ওই জ্ঞান দিই। কিন্তু না। এখানে যারা জ্ঞান পায় তাদেরকে ব্রহ্মাকুমার-কুমারী বলা হয় আর কোনো এমন সংস্থা নেই যেখানে ব্রহ্মাকুমার-কুমারী বলা হয়। যদি এরকম ড্রেসও পরে কিন্তু বলবে কিভাবে যে আমরা হলাম ব্রহ্মার সন্তান। এঁনাকে আমি নাম দিয়েছি ব্রহ্মা। এঁনাকেই বসে বোঝাই। তোমাদেরও বলি যে, তোমরা ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা নিজেদের জন্ম-কে জানো না, আমি জানি। এখন এই সঙ্গমযুগেই পা(শূদ্র) আর শিখা বা টিকি(ব্রাহ্মণ) একত্রিত রয়েছে, এদের দ্বারাই পুরানো দুনিয়া পরিবর্তিত হয়ে নতুন হয়। সত্যযুগ, ত্রেতা, দ্বাপর, কলিযুগ.... সৃষ্টি বৃদ্ধি পেতেই থাকে। এখন অন্তিম সময়, দুনিয়াকে পরিবর্তিত হয়ে নতুন হতে হবে। বাবা এসে ত্রিকালদর্শী বানান। তিনি হলেন প্রেমের সাগর, তাই অবশ্যই তিনি এরকমই (বাবার মতো) প্রেমময় বানাবেন। লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র দেখো, সবাইকে কিরকম আকৃষ্ট করে। লক্ষ্মী-নারায়ণের যত রমণীয়, হর্ষিতমুখ চিত্র দেখবে, ততটা রাম-সীতার দেখবে না। লক্ষ্মী-নারায়ণকে দেখলেই মনের মধ্যে খুশি এসে যায়। রাধা-কৃষ্ণের মন্দিরে গেলে এতো খুশি অনুভূত হয় না। লক্ষ্মী-নারায়ণের তো রাজ্য-ভাগ্য রয়েছে। এখন এসব কথা তো দুনিয়ার মানুষ জানে না। তোমরা জানো যে বাবা আমাদের অতি মিষ্টি করে তৈরী করছেন। লক্ষ্মী-নারায়ণকে জ্ঞানের সাগর বলা যাবে না। তাঁরা এই জ্ঞান-যোগের দ্বারা এরকম হয়েছেন। এখন তোমরাও হচ্ছো। মানুষ তো চায় যে দুনিয়া এক হয়ে যাক, এক রাজ্য হোক। স্মরণও করায় যে কখনো তো এক রাজ্য অবশ্যই ছিল। কিন্তু এরকম নয় যে সকলে মিলে এক হয়ে যাবে। না, ওখানে তো অনেক কম সংখ্যক মানুষ ছিল। তোমরাই বোঝো যে আমরা হলাম ঈশ্বরীয় সন্তান। তারা বলে যে ঈশ্বর হাজিরা হুজুর (সর্বত্র বিরাজমান)। কিন্তু আত্মার উদ্দেশ্যে বলা হয় যে, আত্মা সর্বত্রই বিরাজ করছে। আত্মা সর্বব্যাপী, সবার মধ্যেই আত্মা রয়েছে। কিন্তু এমন নয় যে সবার মধ্যেই পরমাত্মা রয়েছে। তাহলে প্রতিজ্ঞা করার কি প্রয়োজন? যদি আমাদের মধ্যেও পরমাত্মা থাকে তাহলে কার প্রতিজ্ঞা করা হয়? আমরা যদি ভুল কর্ম করি তবে

পরমাত্মা শাস্তি দেবেন। যদি পরমাত্মা সকলের মধ্যেই থাকে তবে প্রতিজ্ঞা ইত্যাদির কোনো কথাই হয় না। এখন তোমরা সাকার শরীরে রয়েছো, যেমন আত্মাকে এই (স্থূল) নয়ন দ্বারা দেখা যায় না তাহলে পরমাত্মাকে কেমন করে দেখবে? শুধু অনুভব করে যে আমাদের মধ্যে আত্মা রয়েছে। বলে যে, তারা পরমাত্মার সাক্ষাৎকার করতে চায় কিন্তু যখন আত্মাকেই দেখতে পাওয়া যায় না তখন পরমাত্মাকে কিভাবে দেখবে? আত্মাই পুণ্যাত্মা, পাপাত্মা হয়। এই সময় রয়েছে পাপাত্মারা। তোমরা অনেক পুণ্য করেছিলে, বাবার কাছে তন-মন-ধন সমর্পণ করেছিলে। এখন আবার পাপাত্মা থেকে পুণ্যাত্মা হতে যাচ্ছো। শিববাবার কাছে তন-মন-ধন বলী (অর্পণ করে) দাও। ইনিও(ব্রহ্মা) অর্পণ করেছেন, তাই না। শরীরকেও সত্যিকারের সেবায় অর্পণ করেছেন। মাতাদের কাছে অর্পণ করে তাদের ট্রাস্টী বানিয়ে দিয়েছেন। মাতাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। মাতারাই এসে শরণ নিয়েছে তাই তাদের যত্ন কিভাবে হবে? মাতাদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে। বাবা বলেন, বন্দে মাতরম্। হাজির-নাজিরের রহস্যও বোঝান। আত্মারা ডাকতে থাকে, ও গড ফাদার। কোন্ পিতাকে ডাকে? একথা বোঝে না। তোমরাই লক্ষ্মী-নারায়ণ হও। মানুষ কত ভালোবাসে। হার হোলীনেস এবং হিজ হোলীনেস ওঁনাদের উদ্দেশ্যেই বলা হয়ে থাকে। এখন তোমরা বলবে যে আমরা হলাম ঈশ্বরীয় কুলের, প্রথমে আসুরী কুলের ছিলাম। ব্রাহ্মণদের পদবীই হলো ঈশ্বরীয় সন্তান। বাপু গান্ধীও চেয়েছিলেন যে রামরাজ্য হোক। নতুন ভারতে নতুন রাজ্য হোক। ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটি গভর্নমেন্ট হোক যা কিনা একমাত্র অসীম জগতের পিতাই বানাতে পারেন। বাবা বলেন যে, আমি হলাম ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটি। আমি হলাম উচ্চ থেকেও উচ্চতম নিরাকার। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর হলো আমারই রচনা। ভারত শিবালয়, সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিল, এখন সম্পূর্ণ বিকারী হয়ে গেছে। তারা এও জানে না যে সম্পূর্ণ নির্বিকারী এখানে অর্থাৎ স্বর্গে হয়। তারা চায় যে ওয়ান ওয়ার্ল্ড (এক বিশ্ব) হোক, ওয়ান অলমাইটি অথরিটির রাজ্য হোক। তাই তো পরমাত্মা, ওয়ান ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটি ডিটি, লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য স্থাপন করছেন, এছাড়া সকলেই বিনাশের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে। এতোটাই নেশা থাকা উচিত। এখান থেকে ঘরে ফিরেই মুর্ছিত হয়ে যায়। সঞ্জীবনী বুটির কাহিনীও আছে, তাই না। কিন্তু এ হলো জ্ঞানের বুটি, মন্মনাভব-র। দেহ-অভিমান আসার কারণে মায়ার থাপ্পড় লাগে। দেহী-অভিমানী হলে থাপ্পড় খেতে হবে না। আমরা শিববাবার উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করি। ব্রহ্মারও এটি অন্তিম জন্ম, তিনিও উত্তরাধিকার নিচ্ছেন। ডিটি ওয়ার্ল্ড সভরেন্টি ইজ ইয়োর গড় ফাদারলী বার্থ রাইট (দৈবী দুনিয়ার সার্বভৌম ক্ষমতা হলো তোমাদের গড ফাদারের থেকে পাওয়া জন্মসিদ্ধ অধিকার)। তোমাদের বাচ্চাদের মধ্যে দিব্যতার ম্যানার্স থাকা উচিত। তোমরা ব্রাহ্মণরা হলে দেবতাদের থেকেও উচ্চ। তোমাদের বাণী অতি মধুর হওয়া উচিৎ। ভাষণ ইত্যাদিতেও বলতে হয়, এছাড়া ব্যর্থ কথায় যাওয়া উচিৎ নয়। মুখ দ্বারা যেন সর্বদা রত্ন নির্গত হয়। এই(স্থূল) নয়ন থাকা সত্ত্বেও তোমরা এর দ্বারা শুধু স্বর্গ আর মুলবতন-কেই দেখো। আত্মা জ্ঞান-নেত্র প্রাপ্ত করেছে। আত্মা অরগ্যান্স (ইন্দ্রিয়) দ্বারা পড়ে। তোমরা জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র পেয়েছো, যেমন আঙ্কেল দাঁত বের হয়। বাবা উত্তরাধিকার ব্রাহ্মণদের দেবেন, শূদ্রদের থোড়াই দেবেন। তৃতীয় নেত্র আত্মাই পায়। জ্ঞান-নেত্র ছাড়া আত্মা ঠিক-ভুল বুঝতে পারে না। রাবণ সদা ভুল পথেই চালিত করবে, বাবা সঠিক পথে চালনা করেন। সর্বদাই পরস্পরের থেকে গুণ গ্রহণ করা উচিৎ। গুণের পরিবর্তে অবগুণ গ্রহণ করা উচিত নয়।

দেখো, ডা. নির্মলা আসেন, তার স্বভাব অত্যন্ত মিষ্টি। শান্তচিত্ত, কিভাবে কম কথা বলা যায়, তা তার থেকে শেখা উচিত। অত্যন্ত সচেতন ও মিষ্টি বাচ্চা। শান্ত হয়ে বসে থাকারও রয়্যালটি (আভিজাত্য) চাই। এমনও নয় যে কিছু সময় স্মরণ করলে আর বাকি সারাদিনে ভুলে রইলে। এটাও অভ্যাস করতে হবে। বাবাকে স্মরণ করলে শক্তিশালী হওয়া যায়। আর বাবাও খুশি হন। এরকম অবস্থাপ্রাপ্ত আত্মা যাকেই দেখবে, তাকেই অতি শীঘ্র অশরীরী বানিয়ে দেবে। যখন অশরীরী হয়ে যায় তখন শান্তও হয়ে যায়। শুধু শান্তিতে বসে থাকাই কোনো সুখ নয়, সেটা হলো অল্পকালের সুখ। শান্ত হয়ে বসে থাকলে কর্ম করবে কিভাবে ? যোগের দ্বারাই বিকর্ম বিনাশ হবে। সত্যিকারের সুখ-শান্তি তো এখানে হতে পারে না। এখানকার সবকিছুই হল অল্পকালের জন্য। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাত-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

রাত্রি ক্লাস (০৯-০৪-৬৮)

আজকাল অধিক মাত্রায় এইরকম কনফারেন্সই করা হয় যে বিশ্বে শান্তি কিভাবে স্থাপিত হবে ! তাদেরকে বলা উচিত যে দেখো এক ধর্ম, এক রাজ্য, অদ্বৈত ধর্ম ছিল। দ্বিতীয় কোনো ধর্মই ছিল না যে তালি(কলহ) বাজবে। যখন রাম-রাজ্য ছিল, তখনই বিশ্বে শান্তি ছিল। তোমরা চাও যে বিশ্বে শান্তি হোক। সেটাতো সত্যযুগে ছিল। পরে অনেক ধর্ম হয়ে যাওয়ায়

অশান্তি শুরু হয়। কিন্তু যতক্ষণ না পর্যন্ত কেউ তা বোঝে ততক্ষণ মাথা খাটাতেই থাকে। তোমরা যত এগিয়ে যাবে, সবাই তা সংবাদপত্রের মাধ্যমে পড়বে, তখন এই সন্ন্যাসী ইত্যাদিদেরও কান খুলবে। তোমাদের বাচ্চাদেরও এই নিশ্চয় রয়েছে যে আমাদেরই রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। এই নেশা রয়েছে। মিউজিয়ামের জাঁকজমক দেখে অনেকে আসবে। ভিতরে প্রবেশ করে ওয়ান্ডার হয়ে যাবে। নতুন নতুন চিত্রের দ্বারা নতুন নতুন বর্ননা শুনবে।

একথা তো বাচ্চারা জানে - যোগ হলো মুক্তি-জীবনমুক্তির জন্য। সে তো কোনো মানুষই শেখাতে পারবে না। একথাও লিখতে হবে যে পরমপিতা পরমাত্মা ছাড়া আর কেউই মুক্তি-জীবন্মুক্তির যোগ শেখাতে পারে না। সকলের সদ্গতি দাতা হলেন একজনই। একথা ক্লিয়ার করে লিখে দেওয়া উচিত, যাতে মানুষ পড়ে। সন্ন্যাসীরা কি শেখায়। যোগ-যোগ যে বলা হয়, বাস্তবে সেই যোগ তো কেউই শেখাতে পারে না। মহিমা হলোই সেই এক বাবার। বিশ্বে শান্তি স্থাপন করা বা মুক্তি-জীবন্মুক্তি দেওয়া একমাত্র বাবার-ই কাজ। এমন-এমনভাবে বিচার সাগর মন্থন করে পয়েন্টস্ বোঝাতে হবে। এমনভাবে লিখতে হবে যে, মানুষের যেন একথা যুক্তি-যুক্ত মনে হয়। এই দুনিয়াকে তো বদলাতেই হবে। এ হলো মৃত্যুলোক। নতুন দুনিয়াকে বলা হয় অমরলোক। অমরলোকে মানুষ কিভাবে অমর থাকে এও আশ্চর্যের বিষয়, তাই না। ওখানে আয়ু-ও বেশী হয় আর সময় এলে নিজের থেকেই শরীর ত্যাগ করে, ঠিক যেমন বস্ত্র পরিবর্তন করা হয়। এ সবকিছুই বোঝাবার মতো বিষয়। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি আত্মা রূপী বাচ্চাদের প্রতি বাপ ও দাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন গুড নাইট আর নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) নিজের স্বভাব অতি মিষ্টি, শান্তচিত্ত বানাতে হবে। অনেক কম এবং রয়্যালিটির সাথে কথা বলতে হবে।

২) তন-মন-ধন দ্বারা ব্রহ্মা বাবার মতো ট্রাস্টী হয়ে থাকতে হবে।

বরদানঃ- জ্ঞান আর যোগের শক্তির দ্বারা প্রত্যেক পরিস্থিতিকে সেকেণ্ডে পাশকারী মহাবীর ভব

মহাবীর অর্থাৎ সদা লাইট আর মাইট হাউস। জ্ঞান হল লাইট আর যোগ হল মাইট। যারা এই দুই শক্তিতে সম্পন্ন থাকে, তারাই প্রত্যেক পরিস্থিতিকে সেকেণ্ডে পাশ করতে পারে। যদি সময় অনুসারে পাশ না হওয়ার সংস্কার পড়ে যায়, তাহলে ফাইনালেও সেই সংস্কার ফুল পাশ হতে দেবে না। যারা সময় অনুসারে ফুল পাশ হয়, তাদেরকেই বলা হয় পাশ উইথ অনার। ধর্মরাজও তাকে অনার (সম্মান) দেয়।

স্লোগানঃ- যোগ অগ্নির দ্বারা বিকারের বীজগুলিকে ভস্ম করে দাও তাহলে বিপরীত পরিস্থিতিতে ধোঁকা খেতে হবে না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent

4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;